পঞ্চদশ অধ্যায়

পোশাকের শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতি

বিষয়–সংক্ষেপ

দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতেই পরিচ্ছদের প্রয়োজন। ব্যক্তিত্বের বিকাশেই পরিচ্ছদের সার্থকতা। আর ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত রুচিসম্মত পোশাক–পরিচ্ছদ পরিধান করা। যেহেতু পোশাক–পরিচ্ছদ দৈনন্দিন জীবনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প; তাই এই শিল্প প্রস্তুত, নির্বাচন ও পরিধানে শিল্প উপাদান ও শিল্পনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে।

অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. বক্র রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়?
● নমনীয়তা ⓚ সততা
ⓖ সাহস ⓘ বিশ্রাম

২. সার্টিন কাপড়ের জামা পরিধানে ভারি গঠনের মেয়েকে কেমন দেখাবে?
ⓚ লম্বা ● মোটা
ⓖ রোগা ⓘ পাতলা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
লিসা তার সাদা রঙের কামিজের নিচের অংশে কালো রঙের সুতার কাজ করে। এতে তার জামাটি বেশ সুন্দর দেখায়।

৩. লিসা জামাটিতে শিল্পের কোন নীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছে?
ⓚ ভারসাম্য ● প্রাধান্য
ⓖ অনুপাত ⓘ ছন্দ

৪. লিসার জামাটিতে–
i. দৃষ্টিশক্তি আন্দোলিত হয়
ii. পোশাকটি বেশি আকর্ষণীয় হয়
iii. রঙের বৈচিত্র্য বিবেচনা করা হয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

পাঠ–১–৩ : পোশাকে শিল্প উপাদান

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ----------//

৫. দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে কী প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ⓚ বুদ্ধি ⓚ খাদ্য
● পরিচ্ছদ ⓘ চিকিৎসা

৬. পোশাক পরিধানের মূল উদ্দেশ্য কী? (জ্ঞান)
[বি. কে. জি. সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
● সৌন্দর্য বর্ধন ⓚ আরামবোধ করা
ⓖ দেহকে নিরাপদ রাখা ⓘ আভিজাত্য প্রকাশ করা

৭. পোশাক তৈরি কোন শিল্পের অন্তর্গত? (জ্ঞান)
ⓚ ক্ষুদ্রশিল্প ⓚ কুটিরশিল্প
ⓖ চারুশিল্প ● কারুশিল্প

৮. গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ক্লাসে শিক্ষিকা বললেন, পোশাক তৈরি একটি শিল্পের অন্তর্গত। শিক্ষিকার উক্তিটি কোন শিল্পকে সমর্থন করে? (প্রয়োগ)
ⓚ পাটশিল্পকে ⓚ কুটিরশিল্পকে
ⓖ তাঁতশিল্পকে ● কারুশিল্পকে

৯. পোশাক শিল্পের সর্বজনীন উদ্দেশ্য কী? (জ্ঞান)
ⓚ আভিজাত্য প্রকাশ ⓚ নিজের পরিচয় প্রকাশ
● দেহকে অলংকৃত করা ⓘ ফ্যাশন

১০. জামিলা তার মেয়ের জন্য একটি সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক তৈরি করল। এতে কিসের পরিচয় পাওয়া যায়? (উচ্চতর দক্ষতা)
ⓚ নিহানের কর্মদক্ষতার ● শিল্প উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ
ⓖ পোশাক তৈরিতে যথাযথ মনোযোগ ⓘ উপযুক্ত রং ব্যবহারের কৌশল

১১. পোশাকে রঙের যথাযথ প্রয়োগের জন্য কোন বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকা উচিত? (জ্ঞান) [এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ⓚ মৌসুম ● বর্ণচক্রের
ⓖ তন্তু ⓘ মূল্য

১২. রং মূলত কত প্রকার? (জ্ঞান) [সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ⓚ ২ ● ৩
ⓖ ৪ ⓘ ৫

১৩. প্রতিটি বস্তুরই নিজস্ব কী রয়েছে? (অনুধাবন)
● রং ⓚ ভাষা
ⓖ ব্যক্তিত্ব ⓘ ধরন

১৪. কোন রংকে বিশুদ্ধ রং বলে? (জ্ঞান)
● মৌলিক রং ⓚ প্রান্তিক রং
ⓖ গৌণ রং ⓘ শীতল রং

১৫. মৌলিক রঙের বৈশিষ্ট্য কোনটি? (অনুধাবন)
ⓚ দুটি রঙের মিশ্রণে তৈরি হয়
● এদের সংমিশ্রণে অন্যান্য রং তৈরি হয়
ⓖ একটি গৌণ রং থাকে
ⓘ একটি প্রান্তিক রং থাকে

১৬. দুটি রঙের মিশ্রণে তৈরি হয় কোন রং? (জ্ঞান)
[পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● গৌণ রং ⓚ মৌলিক রং
ⓖ প্রাথমিক রং ⓘ প্রারম্ভিক রং

১৭. গৌণ রং কীভাবে তৈরি করা হয়? (অনুধাবন) [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
● দুটি মৌলিক রং এর মিশ্রণে ⓚ একাধিক প্রান্তিক রং এর মিশ্রণে
ⓖ দুটি কাছাকাছি রং এর মিশ্রণে ⓘ একাধিক রং এর মিশ্রণে

১৮. মৌলিক রঙের সাথে কাছাকাছি যে কোনো একটি গৌণ রং মিশিয়ে কোন রং প্রস্তুত করা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ মিশ্র রং ⓚ মাধ্যমিক রং
ⓖ বিশুদ্ধ রং ● প্রান্তিক রং

১৯. উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
● লাল ও হলুদের মিশ্রণ ⓚ লাল ও নীলের মিশ্রণ

ⓖ হলুদ ও নীলের মিশ্রণ ⓘ হলুদ ও সবুজের মিশ্রণ

২০. নীল ও নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো কী নামে পরিচিত? (অনুধাবন)
ⓚ উষ্ণ বর্ণ ⓛ উজ্জ্বল বর্ণ
● শীতল বর্ণ ⓘ মিশ্র বর্ণ

২১. লাল ও হলুদ এবং এ দুই রঙের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো কী নামে পরিচিত? (অনুধাবন) [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]
ⓚ শীতল রং ● উষ্ণ রং
ⓖ কোমল রং ⓘ ধূসর রং

২২. কোন রং দূরের জিনিসকে কাছে টানে? (অনুধাবন)
ⓚ স্নিগ্ধ রং ⓛ উজ্জ্বল বর্ণ
ⓖ শীতল বর্ণ ● উষ্ণ রং

২৩. নিচের কোন মিশ্রণটি গৌণ রঙের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? (অনুধাবন)
● হলুদ + নীল = সবুজ
ⓛ হলুদ + সবুজ = হলদে সবুজ
ⓖ নীল + সবুজ = নীলাভ সবুজ
ⓘ নীল + বেগুনি = নীলচে বেগুনি

২৪. মনে গরম ভাব জাগ্রত করে কোন রং? (জ্ঞান)
● উষ্ণ রং ⓛ শীতল রং
ⓖ কোমল রং ⓘ হালকা রং

২৫. উষ্ণ রঙের বৈশিষ্ট্য কোনটি? (অনুধাবন)
[কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার]
● দূরের জিনিস কাছে টানে
ⓛ বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়
ⓖ বস্তু অপেক্ষাকৃত ছোট দেখায়
ⓘ অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়

২৬. কমলা = লাল + ?
খালি ঘরের জন্য কোনটি উপযুক্ত? (প্রয়োগ)
ⓚ বেগুনি ⓛ সবুজ
● হলুদ ⓘ কমলা

২৭. পোশাকের উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তির কী বৃদ্ধি পায়? (জ্ঞান)
ⓚ শক্তি ⓛ সাহস
ⓖ উৎসাহ ● আত্মবিশ্বাস

২৮. পরিধানকারীর কিসের ওপর পোশাকের রং–এর প্রভাব অনেক বেশি? (জ্ঞান)
● দেহ ত্বকের ⓛ বয়সের
ⓖ মনের ⓘ ব্যক্তিত্বের

২৯. মিলিকে যেকোনো রঙের পোশাকেই সুন্দর দেখায়। মিলির গায়ের রংকে সমর্থন করে কোনটি? (প্রয়োগ)
● ফরসা ⓛ শ্যামলা
ⓖ উজ্জ্বল শ্যামলা ⓘ কালো

৩০. দেহ ত্বক কালো হলে কোন রং বর্জন করতে হবে? (জ্ঞান)
[বি. কে. জি. সি সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ]
ⓚ হালকা রং ● গাঢ় রং
ⓖ সাদা রং ⓘ শীতল রং

৩১. শ্যামলা মেয়েদের ফরসা দেখাবে কোন রঙের পোশাকে? (জ্ঞান)
ⓚ গাঢ় রং ⓛ সাদা রং
ⓖ হালকা রং ● হালকা উজ্জ্বল রং

৩২. রঙের মাধ্যমে ব্যক্তির কোন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করা যায়? (অনুধাবন)
ⓚ ব্যক্তিত্বের ● দেহাকৃতির
ⓖ ব্যক্তির বয়সের ⓘ ব্যক্তির মনের

৩৩. তাসনুবা বয়সের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। তার জন্য কোন রঙের পোশাক মানানসই? (প্রয়োগ)
ⓚ হালকা রঙের ⓛ উজ্জ্বল রঙের
ⓖ গাঢ় রঙের ● সব রঙের

৩৪. লম্বা ও মধ্যম দেহাকৃতির মেয়েদের মানানসই পোশাক কোনটি? (অনুধাবন)
● সব রঙের পোশাক ⓛ দুই রং বিশিষ্ট পোশাক
ⓖ উজ্জ্বল রঙের পোশাক ⓘ গাঢ় রঙের পোশাক

৩৫. খাটো বা পাতলা দেহাকৃতির পক্ষে উপযুক্ত পোশাক কোনটি? (অনুধাবন)
[সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
ⓚ দুই রং বিশিষ্ট পোশাক ● হালকা রঙের পোশাক
ⓖ বিপরীত রং বিশিষ্ট পোশাক ⓘ গাঢ় রঙের পোশাক

৩৬. রোগা মেয়েদের জন্য উজ্জ্বল রং নির্বাচন করা হয় কেন? (অনুধাবন)
ⓚ রোগের ছাপ ঢাকার জন্য
● বাহ্যিক দৃষ্টিতে পাতলা ভাব কমানোর জন্য
ⓖ উজ্জ্বল রং চেহারায় পরিবর্তন আনে
ⓘ সকলের দৃষ্টিতে আকর্ষণ করার জন্য

৩৭. শিখা তার জন্মদিনের ফ্রকে প্রাধান্য সৃষ্টি করতে চায়। এজন্য সে তার ফ্রকের কোথায় ডিজাইন করবে? (প্রয়োগ)
ⓚ পিঠে ⓛ হাতায়
ⓖ কোমরে ● বুকের কাছে

৩৮. দেহের সুন্দর অংশকে প্রাধান্য দিতে কেমন রঙের পোশাক নির্বাচন করতে হবে? (অনুধাবন)
ⓚ হালকা রঙের ⓛ একই রঙের
● গাঢ় বা উজ্জ্বল রঙের ⓘ মিষ্টি রঙের

৩৯. শাড়ির রং হালকা হলে কীভাবে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যাবে? (অনুধাবন)
ⓚ আঁচলে গাঢ় রঙের ডিজাইন করে
● কোমরের কাছে গাঢ় রঙের ডিজাইন করে
ⓖ শাড়ির পাড়ে গাঢ় রং ব্যবহার করে
ⓘ শাড়ি ও ব্লাউজ একই রঙের হলে

৪০. পোশাকে কীভাবে দেহ বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ হালকা রং ব্যবহার করে ⓛ একই রং ব্যবহার করে
● বিপরীত রং ব্যবহার করে ⓘ দুই রং ব্যবহার করে

৪১. হালকা রঙের পোশাকে কীভাবে রঙের সমন্বয় রক্ষা করা হয়? (অনুধাবন)
● পোশাকের ছোট অংশে গাঢ় রং ব্যবহার করে
ⓛ পোশাকে বিভিন্ন রং ব্যবহার করে
ⓖ পোশাকে হালকা রং ব্যবহার করে
ⓘ পোশাকে বিপরীত রং ব্যবহার করে

৪২. পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধির শক্তিশালী উপাদান কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ সুতা ● রেখা
ⓖ তন্তু ⓘ বিন্দু

৪৩. কিসের সমন্বয়ে পোশাকের আকৃতি গড়ে উঠে? (অনুধাবন)
ⓚ রঙের ● রেখার
ⓖ সুতার ⓘ আকারের

৪৪. রেখা মূলত কয় প্রকার? (জ্ঞান)
● দুই ⓛ তিন
ⓖ চার ⓘ পাঁচ

৪৫. পোশাকের কোন রেখা সততা প্রকাশ করে? (জ্ঞান)
[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]
● খাড়া রেখা ⓛ বাঁকা রেখা
ⓖ সমতল রেখা ⓘ তীর্যক রেখা

৪৬. গতিপথের ওপর ভিত্তি করে রেখাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (জ্ঞান)
ⓚ তিন ⓛ চার
ⓖ পাঁচ ● ছয়

৪৭. পোশাকে খাড়া রেখার নকশা কী প্রকাশ করে? (জ্ঞান)
[জামালপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
● প্রচেষ্টা, সাহস ও সততা ⓛ বিশ্রাম ও আরামের অনুভূতি
ⓖ কোমলতা ও নমনীয়তা ⓘ সংযমের পরিচয়

৪৮. মোটা ও খাটো লোকের উপযোগী রেখার নকশা কোনটি? (জ্ঞান)
[কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃস্কুল]
ⓚ বক্র রেখা ● খাড়া রেখা
ⓖ তীর্যক রেখা ⓘ সমান্তরাল রেখা

৪৯. কোন ধরনের রেখার মাধ্যমে আরাম ও বিশ্রামের অনুভূতি আসে? (জ্ঞান)
[সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, বরিশাল]

ক খাড়া ● কোণাকুণি
গ বক্র ঘ সমান্তরাল

৫০. রোগা ও লম্বা মানুষের উপযোগী রেখা কোনটি? (জ্ঞান)
[শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ, ঢাকা]
ক বক্র রেখা ● সমান্তরাল রেখা
গ কোণাকুণি রেখা ঘ খাড়া রেখা

৫১. সোহানা দেখতে রোগা ও লম্বা। তার জন্য উপযোগী রেখা কোনটি? (প্রয়োগ)
ক বক্র খ কোণাকুণি
গ খাড়া ● সমান্তরাল

৫২. বক্র রেখার গতি যদি উর্ধ্বমুখী হয় তাহলে কী প্রকাশ করে? (জ্ঞান)
ক বিষাদ ● আনন্দ উল্লাস
গ সংযম ঘ সাহস

৫৩. নিম্নমুখী বক্র রেখা কী প্রকাশ করে? (জ্ঞান)
ক সংযম খ নমনীয়তা
গ আনন্দ ● বিষাদ

৫৪. বক্র রেখা দ্বারা কী বোঝানো হয়? (অনুধাবন)
[সরকারি করোনেশন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, খুলনা]
● নমনীয়তা খ সততা
গ সাহস ঘ বিশ্রাম

৫৫. বক্র রেখার বৈশিষ্ট্য কোনটি? (অনুধাবন)
ক কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস করে খ দ্বৈত ভূমিকা পালন করে
● পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনে ঘ সাহস ও সততা প্রকাশ করে

৫৬. তীর্যক রেখা কিসের পরিচয় বহন করে? (জ্ঞান)
[বাগেরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক সাহস ● সংযম
গ নমনীয়তা ঘ উলাস

৫৭. কোন রেখা দ্বৈত ভূমিকা পালন করে? (অনুধাবন)
ক বক্র ● জিগজ্যাগ
গ তীর্যক ঘ লম্বা

৫৮. যে কোনো শিল্পের Building Block বা ভিত্তি কী? (জ্ঞান)
ক রেখা ● বিন্দু
গ রং ঘ আর্ট

৫৯. রেখার সৃষ্টি হয় কী থেকে? (জ্ঞান)
ক টান খ তুলি
● বিন্দু ঘ দাগ

৬০. পোশাকে ছন্দ আনয়ন করা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)
ক উজ্জ্বলতার মাধ্যমে খ রেখার আকারের মাধ্যমে
● বিন্দুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ঘ অনুভূতি সৃষ্টির মাধ্যমে

৬১. পোশাকে Stippling বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
● অসংখ্য ছোট বিন্দুর সমন্বয় খ বিন্দুর পুনরাবৃত্তি
গ বিন্দুর গতিশীলতা ঘ বিন্দুর স্থিরতা

৬২. ব্যক্তিত্বের সুন্দর বিকাশের জন্য প্রত্যেকের কী করা উচিত বলে তুমি মনে কর? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক সুন্দর পোশাক খ রুচিশীল হওয়া
গ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ● নিজেকে জানা

৬৩. দেহের ত্রুটিগুলো প্রকট হয়ে ওঠে কীভাবে?
● আঁটসাঁট পোশাকে খ বিপরীত রঙের পোশাকে
গ গাঢ় রঙের পোশাকে ঘ ঢিলেঢালা পোশাকে

৬৪. কামিজের মাধ্যমে কীভাবে দেহের ত্রুটি ঢাকা যায়? (অনুধাবন)
ক আঁটসাঁট করে তৈরি করে ● চওড়া কলার ব্যবহার করে
গ খাটো করে তৈরি করে ঘ ঢিলাঢালাভাবে তৈরি করে

৬৫. কাদের জন্যে 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই? (জ্ঞান)
ক যাদের গ্রিবা মোটা খ যাদের গ্রিবা চিকন
● যাদের গ্রিবা খাটো ঘ যাদের গ্রিবা লম্বা

৬৬. আদর্শ মুখমণ্ডল কোনটি? (জ্ঞান)
● ডিম্বাকৃতি খ গোলাকৃতি
গ লম্বা ঘ চারকোণা

৬৭. কোন ধরনের মুখাকৃতির জন্য সব ধরনের গলার নকশাযুক্ত পোশাক যথার্থ? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক লম্বা খ গোল
গ চারকোণা ● ডিম্বাকৃতি

৬৮. উঁচু কলারের জামা পরার যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
● গ্রিবার সরুভাব ঢাকা পড়ে খ মুখের আকৃতির সাথে মানানসই
গ ঘাড়ের ত্রুটি ঢাকবার জন্য ঘ পোশাকের সাথে মানানসই

৬৯. কিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অলংকারিক বস্তু নির্বাচন করতে হয়? (জ্ঞান)
ক পোশাকের সাথে ● চেহারার সাথে
গ চুলের স্টাইলের সাথে ঘ মুখের আকৃতি অনুযায়ী

৭০. নিজেকে কিছুটা লম্বা বা খাটো, রোগা ও মোটাভাবে উপস্থাপনের জন্য যথার্থ উপায় কোনটি? (উচ্চতর দক্ষতা)
● জমিনের সুষ্ঠু ব্যবহার খ দৃঢ় প্রকৃতির কাপড়
গ উপযুক্ত জামাকাপড় ঘ মানানসই গলার ছাঁট

৭১. ফাহিমের শার্টটি শরীরের সাথে একদম সেঁটে আছে। তার শার্টের জমিনের সাথে কোনটির মিল রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক সুতি ● শিফন
গ ডেনিম ঘ সিল্ক

৭২. ট্যাফেটা জাতীয় কাপড় পরিধানকারীকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা দেখায়। এর যথার্থ কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক অনেক ভারী ● দৃঢ় প্রকৃতির
গ নরম প্রকৃতির ঘ মধ্যম প্রকৃতির

৭৩. বয়স্ক ও মোটা মানুষের জন্য কিরূপ বস্ত্র উপযোগী? (জ্ঞান)
ক ট্যাফেটা খ শার্টিন
● ডেনিম ঘ নাইলন

৭৪. চকচকে কাপড় পরিধানকারীকে বড় দেখায় কেন? (অনুধাবন)
● আলোর প্রতিফলন হয় বলে খ আলোর প্রতিসরণ হয় বলে
গ আলোর বিক্ষেপণ হয় বলে ঘ আলোর প্রতিসরাঙ্কের কারণে

৭৫. কাপড়ের জমিন চকচকে হওয়ার উপযুক্ত কারণ কী? (অনুধাবন)
ক আলোর প্রতিফলন ● ধাতব তন্তুর কাজ
গ উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার ঘ পশমি কাপড় ব্যবহার

৭৬. কোন দেহাকৃতির অধিকারীরা সব ধরনের জমিনের পোশাক পরতে পারে? (অনুধাবন)
ক মোটা খ লম্বা
● সুগঠিত ঘ বয়স্ক

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ------- //

৭৭. পোশাকশিল্পে ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য শিল্প উপাদান– (অনুধাবন)
i. রং
ii. বিন্দু
iii. আকার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৮. অন্য রঙের সংমিশ্রণে তৈরি করা যায় না– (অনুধাবন)
i. লাল রং
ii. নীল রং
iii. সবুজ রং
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৯. সবুজ রং তৈরি করা হয়– (অনুধাবন)
[বাগেরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. হলুদ রং দিয়ে
ii. লাল রং দিয়ে

iii. নীল রং দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮০. বেগুনি রং তৈরি করতে শেফালির লাগবে– (প্রয়োগ)
i. লাল রং
ii. নীল রং
iii. হলুদ রং
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮১. প্রান্তিক রং হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. বেগুনি
ii. হলদে সবুজ
iii. লালচে কমলা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮২. উষ্ণ বা উজ্জ্বল রংগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো– (অনুধাবন)
i. চোখ পীড়িত করে তোলে
ii. মনে উষ্ণভাব জাগ্রত করে
iii. দূরের জিনিস কাছে টানে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৩. শীতল বা স্নিগ্ধ রঙের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. মনে শান্তভাব আনে
ii. বস্তুকে অপেক্ষাকৃত ছোট করে দেখায়
iii. অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৪. পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচনে– (অনুধাবন)
i. ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়
ii. দেহ ত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও সুন্দর হয়
iii. ব্যক্তির সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৫. দেহের সুন্দর অংশকে প্রাধান্য দিতে পোশাকে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. বিপরীত রং ব্যবহার করা যায়
ii. বিভিন্ন অংশে গাঢ় রঙের ডিজাইন করা যায়
iii. ছোট ছোট অংশে গাঢ় রং ব্যবহার করা যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৬. প্রতিটি রেখার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা প্রভাব ফেলে– (অনুধাবন)
i. পরিধানকারীর গ্রিবার ওপর
ii. পরিধানকারীর উচ্চতার ওপর
iii. পরিধানকারীর দেহ কাঠামোর ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৭. দেহের ত্রুটি গোপন করে ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়– (অনুধাবন)
i. বিন্দুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে
ii. রেখার সুষম বিন্যাসের মাধ্যমে
iii. রেখার সুচিন্তিত নির্বাচনের মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৮. খাড়া রেখার নকশার পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. খাটোভাব কিছুটা দূর হয়
ii. দেখতে লম্বা মনে হয়
iii. প্রশস্ততা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৯. জামিলা তার ছোট বোন জাহিদাকে সমান্তরাল রেখার পোশাক পরতে পরামর্শ দেয়। কারণ জাহিদার দেহের গড়ন– (প্রয়োগ)
i. খাটো
ii. লম্বা
iii. রোগা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯০. লম্বা ও রোগা মেয়েদের জন্য উপযুক্ত পোশাক হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. চওড়া পাড়ের শাড়ি
ii. খাড়া রেখার শাড়ি
iii. আড়াআড়ি রেখার ডুরে শাড়ি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯১. ঢেউ খেলানো বক্র রেখা– (অনুধাবন)
i. আপাত দৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য কমায়
ii. পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনে
iii. পোশাকে আরাম অনুভূতি আনে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯২. আঁকাবাঁকা বা জিগজ্যাগ রেখার কাপড়ে কোনো কোনো সময় ব্যক্তিকে লম্বা এবং কোনো কোনো সময় খাটো দেখায় এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. রেখার কোণের মাত্রার কারণে
ii. রেখার আকারের কারণে
iii. রেখার দিকের কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৩. প্রত্যেকে পোশাক নির্বাচন করবে– (অনুধাবন)
i. নিজের ধরন অনুযায়ী
ii. নিজের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী
iii. নিজের পছন্দ অনুযায়ী
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯৪. যেসব মেয়ে খাটো ও মোটা তাদের বড় বড় ছাপার শাড়ি পরা উচিত নয়। এর যথার্থ কারণ হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. পাতলা লাগে
ii. আরও মোটা লাগে
iii. উচ্চতা আরও কমে যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
● ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৯৫. প্রশস্ত কোমরের ত্রুটি ঢাকা যায়– (অনুধাবন)

i. মানানসই কোমর রেখার মাধ্যমে
ii. ঢিলেঢালা পোশাকের মাধ্যমে
iii. রুচিযুক্ত পোশাক নির্বাচনে

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৯৬. সুফিয়ার গ্রিবা খাটো। তার জন্য মানানসই হলো– (প্রয়োগ)

i. 'ভি' গলা
ii. 'ইউ' গলা
iii. 'ফিটিং' গলা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৯৭. জন্মদিন উপলক্ষে সুমনাকে তার মা শিফন কাপড়ের একটি জামা কিনে দিল। জামাটি পরিধান করলে সুমনার– (প্রয়োগ)

i. আরাম অনুভূত হবে
ii. শরীরের সাথে সেঁটে থাকবে
iii. শরীরের দোষ বা গুণ সহজে বোঝা যাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　● i, ii ও iii

৯৮. ফ্লানেল জমিনের কাপড় বেশি উপযোগী– (অনুধাবন)

i. মোটা মানুষের জন্য
ii. পাতলা মানুষের জন্য
iii. বয়স্ক মানুষের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　● i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

৯৯. শার্টিন কাপড়ের পোশাক আরিফাকে খুব মানায়। কারণ আরিফা– (প্রয়োগ)

i. লম্বা
ii. রোগা
iii. অল্প বয়সী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　● i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর ---------//

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০০ ও ১০১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বেগম রাহেলা তার ছেলে রায়হানের জন্য একটি লাল শার্ট, একটি নীল প্যান্ট ও একটি হলুদ ক্যাপ কিনলেন। কিন্তু রায়হানের এগুলো পছন্দ নয়। যে গৌণ রঙের পোশাক কিনতে চেয়েছিল।

[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]

১০০. বেগম রাহেলা রায়হানের জন্য যেসব রঙের কাপড় কিনেছেন সেগুলো কোন প্রকার রঙের?

● মৌলিক রং　　খ গৌণ রং
গ প্রান্তিক রং　　ঘ মাধ্যমিক রং

১০১. রায়হানের পছন্দের রং হলো–

i. সবুজ
ii. বেগুনি
iii. লালচে হলুদ

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০২ ও ১০৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

তাহমিনার বয়স ১৫ বছর। সে উচ্চতায় খাটো এবং বেশ মোটা। তাহমিনার মা তাহমিনার এই বৈশিষ্ট্যগুলো মাথায় রেখে তার জন্য পোশাক কিনেন। তাই মায়ের কেনা পোশাক পরতে তাহমিনা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

১০২. তাহমিনার জন্য মানানসই রং কোনটি? (প্রয়োগ)

ক সব রঙের পোশাক　　খ দুই রং বিশিষ্ট পোশাক
গ গাঢ় রঙের পোশাক　　● হালকা রঙের পোশাক

১০৩. বড় ছাপার শাড়িতে তাহমিনাকে দেখাবে– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. আরও মোটা
ii. উচ্চতা আরও কম
iii. উচ্চতা বেশি

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৪ ও ১০৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফারিহা দেখতে রোগা ও লম্বা। সে খাড়া রেখার পোশাক পরিধান পরতে পছন্দ করে। এতে তাকে আরো বেশি লম্বা মনে হয়। [এসএসসি স. বো. '১৫]

১০৪. ফারিহার জন্য কোন রেখার পোশাক উপযোগী? (প্রয়োগ)

● সমান্তরাল　　খ তীর্যক
গ আঁকাবাঁকা　　ঘ বক্র

১০৫. ফারিহার পছন্দের পোশাক কোন ধরনের অনুভূতি আনে? (উচ্চতর দক্ষতা)

ক বিশ্রাম ও আরাম　　● সততা ও সাহস
গ সংযম ও আরাম　　ঘ নমনীয়তা ও সততা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৬ ও ১০৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিতুকে যে কোনো ধরনের গলার নকশার পোশাক মানায়। তাই জামার গলার নকশা নিয়ে তাকে কোনো রকম দ্বিধায় পড়তে হয় না। কিন্তু ছোট বোন নিতুকে 'ভি' গলার নকশা সবচেয়ে বেশি মানায়।

১০৬. মিতুর মুখের আকৃতি কোনটির সাথে মিলে যায়? (প্রয়োগ)

● ডিম্বাকৃতি　　খ গোলাকৃতি
গ লম্বাটে　　ঘ চারকোণা

১০৭. নিতুকে 'ভি' গলার নকশা বেশি মানানোর যথার্থ কারণ– (উচ্চতর দক্ষতা)

i. নিতুর মুখের আকৃতি ডিম্বাকৃতি
ii. নিতুর মুখের আকৃতি গোলাকার
iii. নিতুর গ্রীবা খাটো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii　　খ i ও iii
● ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

পাঠ–৪–৫ : পোশাকের শিল্পনীতি

◘ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর---------- //

১০৮. পোশাক ডিজাইন, সৃষ্টি করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান আবশ্যক কেন? (অনুধাবন)

ক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য
● শিল্প উপাদানগুলো যথাযথ ব্যবহারের জন্য
গ ডিজাইনের নীতিমালার জ্ঞান অর্জনের জন্য
ঘ সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টির জন্য

১০৯. বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথ ব্যবহারের উপযুক্ত কারণ কী? (উচ্চতর দক্ষতা)

● পোশাকের ডিজাইন সৃষ্টি　　খ আকর্ষণ সৃষ্টি করা
গ সুসজ্জিতভাবে উপস্থাপন করা　　ঘ একঘেয়েমি দূর করা

১১০. সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পের কয়টি নীতি রয়েছে? (জ্ঞান)

[কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড আন্তঃস্কুল]

ক চারটি　　● পাঁচটি
গ আটটি　　ঘ দশটি

১১১. শিল্পনীতি কোনটি? (জ্ঞান) [সাতবীরা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক রং খ রেখা
● ছন্দ ঘ জমিন

১১২. কোনটি জীবনের সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হয়? (জ্ঞান)
● ডিজাইনের নীতিমালার জ্ঞান খ শিক্ষা জীবনের জ্ঞান
গ আনুষঙ্গিক জ্ঞান ঘ বিভিন্ন সময়ের অর্জিত জ্ঞান

১১৩. কেন্দ্র স্থির রেখে দুই দিকের সমদূরত্বে সমওজনের বস্তু সামগ্রী রাখাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● ভারসাম্য খ অনুপাত
গ ছন্দ ঘ মিল

১১৪. ভারসাম্যের দুই দিকের ওজন ও শক্তি কেমন থাকে? (জ্ঞান)
ক ভিন্ন খ বিপরীত
গ আংশিক ● সমান

১১৫. পোশাকে কয় ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়? (জ্ঞান)
ক দুই ● তিন
গ চার ঘ পাঁচ

১১৬. সবচেয়ে বেশি স্থির ও মর্যাদাসম্পন্ন ভারসাম্য কোনটি? (জ্ঞান)
[কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার]
● প্রত্যক্ষ ভারসাম্য খ অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য
গ রশ্মিগত ভারসাম্য ঘ পরোক্ষ ভারসাম্য

১১৭. প্রত্যক্ষ ভারসাম্য লম্বালম্বি বা আড়াআড়িভাবে কোনো ডিজাইনের উভয় দিক কেমন দেখায়? (জ্ঞান)
ক বিপরীত খ আড়াআড়ি
গ লম্বালম্বি ● একই রকম

১১৮. বারবার ডিজাইনের পুনরাবৃত্তি করলে কীভাবে একঘেয়ে লাগতে পারে? (অনুধাবন)
● প্রত্যক্ষ ভারসাম্য খ অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য
গ সাধারণ ভারসাম্য ঘ বিন্দু ভারসাম্য

১১৯. কোন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অধিক দক্ষতা ও চিন্তা প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক প্রত্যক্ষ ● অপ্রত্যক্ষ
গ রশ্মিগত ঘ তীর্যক

১২০. অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্যে দূরত্ব কমানো যায় কীভাবে? (অনুধাবন)
ক আকর্ষণীয় বস্তুগুলো দূরে রেখে
● উজ্জ্বল রং বা আকর্ষণীয় ট্রিমিংস ব্যবহার করে
গ বড় জিনিস ও ছোট জিনিস একত্রিত করে
ঘ সঠিক দূরত্বে বস্তুসামগ্রী সুসজ্জিত করে

১২১. কীভাবে অধিক আকর্ষণীয় বস্তুটি কেন্দ্রে রেখে কম আকর্ষণীয় বস্তুটি দূরে রাখা যায়? (অনুধাবন)
ক প্রত্যক্ষ ভারসাম্যে খ বিন্দু ভারসাম্যে
● অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্যে ঘ রশ্মিগত ভারসাম্যে

১২২. একটি অংশের সাথে অন্য অংশের এবং প্রতিটি অংশের সাথে সম্পূর্ণ জিনিসটির সম্পর্ককে কী বলে? (জ্ঞান)
ক ভারসাম্য ● অনুপাত
গ ছন্দ ঘ প্রাধান্য

১২৩. মালিহা একটি টপস ছোট করতে গিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারল না। মালিহার মধ্যে কোন জ্ঞানের অভাব রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক বিভাজন নীতির ● অনুপাত নীতির
গ ভারসাম্য নীতির ঘ অভিজ্ঞতা নীতির

১২৪. পোশাকের অনুপাত যাচাই করার জন্য কী প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক মিটার গেজ খ ক্যালকুলেটর
গ নিক্তিপালরা ● গজ ফিতা

১২৫. দুটি বোতামের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করতে কী জানা আবশ্যক? (জ্ঞান)
ক অংকের জ্ঞান ● অনুপাতের নিয়ম
গ মাপজোক ঘ বিভাজন বিক্রিয়া

১২৬. পোশাকের একটি রেখা বা রং থেকে আর একটি রেখা বা রঙের দিকে চোখকে আকৃষ্ট করা যায় কীভাবে? (অনুধাবন)
● ডিজাইনের ছন্দ রক্ষার মাধ্যমে
খ নিরবচ্ছিন্নতা বজায় রাখার মাধ্যমে
গ সুনিপুণ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে
ঘ সমান্তরাল লাইন সৃষ্টির মাধ্যমে

১২৭. পোশাকে কতটি পদ্ধতিতে ছন্দ আনা যায়? (জ্ঞান)
[সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, যশোর]
ক ২ খ ৩
● ৪ ঘ ৫

১২৮. রেখা বা আকারের ব্যবহার নকশায় পরিণত হয় কতবার ব্যবহার করলে? (জ্ঞান)
ক দুই বা ততোধিক ● তিন বা ততোধিক
গ চার বা ততোধিক ঘ পাঁচ বা ততোধিক

১২৯. তিন বা ততোধিকবার রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা কিসে পরিণত হয়? (জ্ঞান)
ক ছন্দে ● নকশায়
গ চিত্রে ঘ পোশাকে

১৩০. একটি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দিকে রেখা ব্যবহার করে কী সৃষ্টি করা যায়? (জ্ঞান)
● ছন্দ খ লাইন
গ রেখা ঘ নকশা

১৩১. পোশাকের গলার রেখা, হাতায় সিকুয়েন্স ইত্যাদির মাধ্যমে কোন ধরনের ছন্দ দেখা যায়? (জ্ঞান)
ক পুনরাবৃত্তি ● বিকিরণ
গ ক্রমবিন্যাস ঘ নিরবচ্ছিন্নতা

১৩২. বিকিরণ ছন্দে ব্যবহৃত হয় কোনটি? (জ্ঞান)
[কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কক্সবাজার]
ক রঙের সেড খ লেস
গ আকৃতির ক্রম ● স্কার্ট ও হাতায় ডার্ট

১৩৩. রঙের সেড, রেখা বা আকৃতির ক্রমপরিবর্তন করে ছন্দ সৃষ্টি করা বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
ক নিরবচ্ছিন্নতা ● ক্রমবিন্যাস
গ বিকিরণ ঘ পুনরাবৃত্তি

১৩৪. Gradation শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক বিকিরণ ● ক্রমবিন্যাস
গ পুনরাবৃত্তি ঘ নিরবচ্ছিন্নতা

১৩৫. পোশাকের কোন অংশ প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু? (জ্ঞান)
ক যে অংশ সামনে থাকে খ যে অংশের প্রস্থ বেশি
● যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ঘ যে অংশ লম্বায় বেশি

১৩৬. প্রাধান্যের বিন্দু কিসের সাথে সম্পর্কযুক্ত? (জ্ঞান)
● শরীরের কাঠামো খ ব্যক্তির রুচি
গ ব্যক্তিত্ব ঘ উচ্চতা

১৩৭. দেহের কোন অংশে সাধারণত প্রাধান্য আনা হয়? (জ্ঞান)
● যে অংশ বেশি আকর্ষণীয় খ যে অংশে ত্রুটি রয়েছে
গ যে অংশে সবার দৃষ্টি পড়ে ঘ ব্যক্তির নিজের পছন্দনীয় অংশ

১৩৮. প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য কী রং ব্যবহার করা হয়? (জ্ঞান)
● গাঢ় বা বিপরীত খ উজ্জ্বল বা লাইট
গ হালকা বা একই ঘ মিশ্র বা প্রিন্ট

১৩৯. একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সাথে সম্পর্কই কী? (জ্ঞান)
ক অনুপাত খ ছন্দ
● প্রাধান্য ঘ মিল

১৪০. বর্গাকার গলার সাথে বর্গাকৃতি পকেট সংযোজন পোশাকে কোন শিল্পনীতির প্রয়োগ নির্দেশ করে? (অনুধাবন)
ক ভারসাম্য খ ছন্দ
গ প্রাধান্য ● মিল

১৪১. সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রঙের সাথে কী থাকতে হয়? (জ্ঞান)

ক কানের দুল　　খ ডিজাইন
● মিল　　ঘ উপকরণ

১৪২. ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও উপলব্বের সাথে সংগতি রেখে কী নির্বাচন করতে হয়? (জ্ঞান)
ক রং　　● ডিজাইন
গ পোশাক　　ঘ ছবি

◘ বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর --------//

১৪৩. শিল্পনীতি ছাড়া কল্পনা করা যায় না– (অনুধাবন)
i. পোশাকের নকশা নির্বাচন
ii. ওয়ারড্রোব পরিকল্পনা
iii. পোশাক তৈরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　● i, ii ও iii

১৪৪. পোশাকের ডিজাইন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয়– (অনুধাবন)
i. ভারসাম্য ও অনুপাত
ii. প্রাধান্য ও ছন্দ
iii. ওজন ও শক্তি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

১৪৫. পোশাকের ভারসাম্যগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. প্রত্যৰ ভারসাম্য
ii. অপ্রত্যৰ ভারসাম্য
iii. রশ্মিগত ভারসাম্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　● i, ii ও iii

১৪৬. পোশাকের উভয়দিকে প্রত্যৰ ভারসাম্য সৃষ্টি করা যায়– (অনুধাবন)
i. একই উচ্চতায় একই ডিজাইনের দুটি পকেট দিয়ে
ii. একই উচ্চতায় আকর্ষণীয় বস্তুটি কেন্দ্রে রেখে
iii. একই উচ্চতায় একই ধরনের পিৱট দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

১৪৭. অনুপাতের নিয়ম জানা আবশ্যক– (অনুধাবন)
i. বোতামের আকার ও রং বাছাইয়ে
ii. দুটি বোতামের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয়ে
iii. লেস বা ব্রেইডের চওড়া বাছাইয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　● i, ii ও iii

১৪৮. পোশাকের ৰেত্রে অনুপাত একটি অংকের ব্যাপার। বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজন– (উচ্চতর দৰতা)
i. গজ ফিতার
ii. স্কেলের
iii. ক্যালকুলেটরের
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

১৪৯. পোশাকে পুনরাবৃত্তি ছন্দ আনা যায়– (অনুধাবন)
i. স্কার্ট ও হাতায় ডার্ট, টাকস ব্যবহারে
ii. রং, রেখা বা আনুষঙ্গিক উপকরণ বারবার ব্যবহারে
iii. বোতাম, লেস, সূচিকর্মের সমান্তরাল লাইন সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　　খ i ও iii
● ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

১৫০. ধারাবাহিকতা ভাঙার জন্য যে ধরনের রেখা ব্যবহার করা যেতে পারে তা হলো– (অনুধাবন)
i. আড়াআড়ি
ii. কোণাকুণি
iii. সোজাসুজি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

১৫১. প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে– (অনুধাবন)
i. গাঢ় ও বিপরীত রঙের বেল্ট
ii. বোতাম
iii. লেস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　● i, ii ও iii

১৫২. পোশাকে মিল রাখার জন্য করা যায়– (উচ্চতর দৰতা)
i. একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার
ii. ব্যক্তিত্ব ও উপলব্বের সাথে সঙ্গতি রেখে ডিজাইন নির্বাচন
iii. অতিরিক্ত আনুষঙ্গিক উপকরণ ব্যবহার
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

◘ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর -------- //

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫২ ও ১৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
জিমিকে তার বোন দোকান থেকে প্যাকেটসহ তৈরি স্কার্ট কিনে দিল। বাড়িতে আনার পর জিমি দেখলো পোশাকটি তার বড় হয়। পরে সে পোশাকটি নিজের আকৃতির অনুপাতে ঠিক করে নিল।

১৫৩. জিমি পোশাকে শিল্পনীতির ব্যবহার করলে– (প্রয়োগ)
i. ব্যক্তিত্ব সুন্দর হবে
ii. আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে
iii. অন্যকে খুশি করা যাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii　　খ i ও iii
গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

১৫৪. জিমি পোশাক ছোট করার সময় খেয়াল রাখবে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. স্কার্ট ও টপসের দৈর্ঘ্যের অনুপাত
ii. পকেটের অবস্থান
iii. নকশার আধিক্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii　　খ i ও iii　　গ ii ও iii　　ঘ i, ii ও iii

অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন–১ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :
গোলগাল চেহারার খাটো প্রকৃতির মেয়ে বন্যা। একদিন সে পোশাক কিনতে মার্কেটে যায়। সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামা ও উঁচু কলার

দেওয়া গলার বড় ছাপাযুক্ত জামা দুটি তার খুব পছন্দ হয়। কিন্তু সবকিছু চিন্তা করে সে ওই দুটি জামা না কিনে ইউ আকৃতির গলাযুক্ত খাড়া রেখার নকশাসমৃদ্ধ অন্য একটি জামা তার নিজের জন্য কিনে আনে।

ক. যে কোনো শিল্পের ভিত্তি কোনটি?
খ. পোশাকের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়?
গ. বন্যার সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামাটি না কেনার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর, বন্যার পোশাক নির্বাচন সঠিক হয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

১নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে কোনো শিল্পের ভিত্তি হচ্ছে শিল্পনীতি।

খ. কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সমদূরত্বে সমওজনের বস্তু সামগ্রী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্য দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা রমতাসম্পন্ন না হয়। পোশাকে তিন ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। যথা : প্রত্যর, অপ্রত্যর ও রশ্মিগত ভারসাম্য।

গ. বন্যার সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামাটি না কেনার কারণ হলো জামাটি তার দেহ আকৃতির সাথে মানানসই নয়। সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামা লম্বা ও রোগা মানুষের জন্য উপযোগী। সমান্তরাল রেখা আপাতদৃষ্টিতে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্যকে হ্রাস করে এবং প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে। তাই এই রেখার পোশাক পরলে লম্বা মেয়েদের দেহের কৃশভাব কিছুটা কম মনে হয়। উদ্দীপকের বন্যা খাটো প্রকৃতির মেয়ে। তার চেহারা গোল। এরূ প দেহ আকৃতির মেয়েদের জন্য সমান্তরাল রেখার পোশাক মোটেও উপযোগী নয়। সমান্তরাল রেখায় তাদের আরও বেশি খাটো ও মোটা দেখায়। তাছাড়া উঁচু কলারযুক্ত জামা তাদের জন্য মানানসই নয়। এসব বিষয় বিবেচনা করেই বন্যা পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামাটি কেনেনি।

ঘ. বন্যার পোশাক নির্বাচন সঠিক হয়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ– বন্যা গোলাকার চেহারার খাটো প্রকৃতির মেয়ে। সে মার্কেটে পোশাক কিনতে গিয়ে সমান্তরাল রেখার নকশাযুক্ত জামা ও উঁচু কলার দেওয়া গলার বড় ছাপাযুক্ত দুটি জামা পছন্দ করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ওই দুটি জামা না কিনে ইউ আকৃতির গলাযুক্ত খাড়া রেখার নকশাসমৃদ্ধ অন্য একটি জামা কেনে। এর যথার্থ কারণ হলো পোশাকে রেখা ও আকৃতির প্রভাব খুবই গুরবত্বপূর্ণ। সমান্তরাল রেখা লম্বা ও রোগা মানুষের জন্য উপযোগী। এতে তাদের দেহের কৃশভাব কিছুটা কম মনে হয়। অপরদিকে খাটো ও মোটা মেয়েরা সমান্তরাল রেখার জামা পরলে তাদের উচ্চতা আরো কমে যায় এবং তাদের আরো মোটা লাগে। এদের জন্য ছোট ছোট ছাপার কাপড় উপযোগী। তাছাড়া বন্যার মতো যাদের গ্রীবা খাটো তাদের জন্য উঁচু কলার উপযুক্ত নয়। তাদের জন্য 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই। বন্যা এসব দিক বিবেচনা করে সমান্তরাল রেখার নকশা ও উঁচু কলারযুক্ত জামাটি না কিনে ইউ আকৃতির গলাযুক্ত খাড়া রেখার নকশাসমৃদ্ধ অন্য একটি জামা কিনে। তাই বলা যায়, নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করায় বন্যার পোশাক নির্বাচন সঠিক হয়েছে।

প্রশ্ন–২ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সাবা ও সানা দুই বোন। উভয়েরই গায়ের রং ফরসা হলেও দেহের গঠন ও আকৃতিতে দুইজন একেবারেই বিপরীত। একদিন বিয়ের অনুষ্ঠানে দুজনই নীল রঙের শাড়ি পরে যায়। অনুষ্ঠানের সবাই পাতলা গড়নের সাবার প্রশংসা করলেও সানার প্রতি কেউ অতিরিক্ত আগ্রহ দেখায়নি।

ক. রং মূলত কত প্রকার?
খ. পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় কেন? বুঝিয়ে লেখ।
গ. সাবার প্রশংসিত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।
ঘ. সানার পরিধেয় পোশাক তার ব্যক্তিত্বের অন্তরায় হয়েছে– বিশ্লেষণ কর।

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক. রং মূলত তিন প্রকার।

খ. পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বনের কারণ হলো প্রত্যেক প্রকার রঙেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন, দেহত্বকে উজ্জ্বলতা প্রদান, দেহাকৃতির পরিবর্তন, প্রাধান্য সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রং গুরবত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। এ ছাড়া সমন্বয় রক্ষার জন্যও পোশাকে রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

গ. সাবা তার দেহের আকৃতি ও গায়ের রঙের সাথে মানানসই রঙের পোশাক নির্বাচন করায় সবার প্রশংসা পেয়েছে। কারণ, পোশাকের জন্য সঠিক রং নির্বাচন করতে পারলে পোশাক পরিধানকারীর মাধুর্য বহুগুণ বেড়ে যায়। রং চেহারার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আনে। সঠিক রঙের পোশাক পরিধান করলে একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ মনে হয়। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলব্ধ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকের উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। পরিধানকারীর দেহ ত্বকের ওপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি। ফরসা একজন মেয়েকে যে কোনো রঙেই সুন্দর দেখায়। রং পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা বা পাতলা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। সাবার গায়ের রং ফরসা। তার দেহের গড়ন পাতলা আকৃতির। সে বিয়ের অনুষ্ঠানে নীল রঙের শাড়ি পরেছে। শাড়ির রং তার গায়ের রং ও দেহের গড়নের সাথে মানানসই হওয়ায় তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সে সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে। তাই বলা যায়, সাবার গায়ের রং ও দেহের আকৃতির সাথে তার পরিধেয় শাড়ির রং মানানসই হওয়ায় সে সবার প্রশংসা অর্জন করেছে।

ঘ. সানার পরিধেয় পোশাক তার ব্যক্তিত্বের অন্তরায়। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ মনে হয়। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলব্ধ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকের উপযুক্ত রং নির্বাচন করা উচিত। এতে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। আর ত্রবটিপূর্ণ পোশাক নির্বাচনে ব্যক্তির সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্ব ম্লান হয়ে যায়। তাই পোশাকের রং ও চেক নির্বাচনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। মোটা মেয়েদের গাঢ় রঙের পোশাক পরা উচিত নয়। এতে তাদের আরো মোটা দেখায়। তাই মোটা মেয়েদেরকে সব সময় হালকা রঙের পোশাক পরতে হয়। অনুষ্ঠানে পরার জন্য তারা হালকা রঙের শাড়ি,

বরাউজ নির্বাচন করতে পারে। উদ্দীপকে দেখি, সাবা ও সানা দুজনই ফরসা। কিন্তু সাবা পাতলা গড়নের আর সানা মোটা আকৃতির। সাবা ও সানা দুজনই বিয়ের অনুষ্ঠানে নীল রঙের শাড়ি পরেছে। নীল রঙের শাড়ি পাতলা গড়নে সাবাকে ভালো মানায়। সে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সবার প্রশংসা পায়। কিন্তু গাঢ় রঙের নীল শাড়ি পরাতে সানাকে ভালো লাগেনি। তাই সে কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি। সুতরাং বলা যায় যে, গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরায় সানাকেও আরও বেশি মোটা ও খাটো লেগেছে বিধায় তার পরিধেয় পোশাক তার ব্যক্তিত্বের অন্তরায়।

অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন–৩ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রীমা শামসুন নাহার হলে থাকে। ওর গায়ের রং কালচে শ্যামলা। কিন্তু তাকে সকলে অত্যন্ত পছন্দ করে। তার পোশাক–পরিচ্ছদের দিকে সকলে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়। তার স্কুল পড়ুয়া ছোট বোন শাপলা গ্রামে থাকে। তার বড় আপুর মতো হতে ইচ্ছে করে।

[পাঠ : ১–৩] [পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. পরিচ্ছদের সার্থকতা কিসে? ১

খ. উষ্ণ ও শীতল রঙের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শাপলার পোশাক নির্বাচনে রঙের কোন দিকগুলোতে দৃষ্টি দিতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রীমার পোশাক নির্বাচনে রঙের গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা বিশেরষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ব্যক্তিত্বের বিকাশেই পরিচ্ছদের সার্থকতা।

খ. প্রতিটি রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মৌলিক রং লাল ও হলুদ রঙের মিশ্রণে উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ তৈরি হয়। আর নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংকে আমরা শীতল রং হিসেবে জানি। সাধারণত উষ্ণ বা উজ্জ্বল রংগুলো কখনো কখনো আমাদের চোখ পীড়িত করে তোলে, মনে উষ্ণ বা গরম ভাব জাগ্রত করে, দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে অপেৰাকৃত বড় করে তোলে এবং অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে শীতল বা স্নিগ্ধ রং মনে শান্ত ভাব আনে, বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়, বস্তুকে অপেৰাকৃত ছোট দেখায় এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যর্থ হয়।

গ. পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরও মাধুর্যময় করে তোলা যায়। আবার যে রং মানায় না সে রং পরলে মানুষকে মলিন দেখায়। তাই যে কারো পোশাক নির্বাচনের সময় রঙের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। শাপলা গ্রামে থাকে এবং স্কুলে পড়ে। তাই তাকে বয়স অনুযায়ী সঠিক রঙের পোশাক পরতে হবে। তার পোশাক নির্বাচনে রঙের নিম্নোক্ত দিকগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে–

১. বয়স, ব্যক্তি, উপলৰ ইত্যাদি অনুসারে পোশাক উপযুক্ত রং নির্বাচন করলে শাপলার আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

২. শাপলার পোশাকের রং এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন দেহ ত্বক বাহ্যিক দৃষ্টিতে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে। সে ফরসা হলে যে কোনো রং পরতে পারবে। আর গায়ের রং কালো হলে তাকে গাঢ় রং বর্জন করতে হবে। সে শ্যামলা হলে মানানসই উজ্জ্বল রং পরলে তাকে আরও ফরসা লাগবে।

৩. রং পরিবর্তনের মাধ্যমে শাপলাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা বা পাতলা হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে। তাই তার দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করতে হবে।

৪. শাপলার পোশাকের রং নির্বাচনের সময় দেহের সুন্দর অংশকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং সেৰেত্রে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করতে হবে।

মোটকথা, শাপলার দেহ, ত্বক ও শারীরিক গঠনকে সুন্দরভাবে রঙের সমন্বয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে।

ঘ. রীমার পোশাক নির্বাচনে রঙের ভূমিকা অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। কারণ, প্রত্যেক রঙেরই নিজস্ব প্রভাব আছে। তাই পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে পরিধানকারীকে আরও মাধুর্যময় করে তোলা যায়। রং চেহারার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ মনে হয়। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলৰ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকের মীরার ৰেত্রে এমনটিই ঘটেছে। সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া একজন নারী। তার গায়ের রং কালচে শ্যামলা হলেও সবাই তাকে পছন্দ করে এবং তার পোশাক পরিচ্ছদের দিকে সকলে প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকায়। কারণ সে তার পোশাক সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখে। সে তার গায়ের রং এবং দেহের গড়নের প্রতি লৰ রেখে সঠিক রঙের পোশাক নির্বাচন করে। তার উক্ত পোশাক তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তাকে সকলের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। তাই বলা যায় যে, রীমার সঠিক পোশাক নির্বাচনে রঙের ভূমিকা অতি গুরবত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন–৪ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

বেলির দেহাকৃতি খাটো ও মোটা। কেনাকাটায় সে বড় বড় ছাপার শাড়ি পছন্দ করে। তার গ্রীবাদেশও খাটো। কিন্তু সে সব সময় কালারযুক্ত বরাউজ পরতে পছন্দ করে। তার বান্ধবী রাহী তাকে তার দেহাকৃতি অনুযায়ী সঠিক পোশাক নির্বাচনের পরামর্শ দেয়। **[পাঠ : ১–৩]**

[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]

ক. যে কোনো শিল্পের ভিত্তি কী? ১

খ. পোশাকে ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বেলির জন্য সঠিক পোশাক নির্বাচনে কোন দিকগুলোতে দৃষ্টি দিতে হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. বেলির পোশাক নির্বাচন যথোপযুক্ত নয় কেন? বিশেরষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে কোনো শিল্পের ভিত্তি হচ্ছে শিল্পনীতি।

খ. কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সমদূরত্বে সমওজনের বস্তু সামগ্রী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে। অর্থাৎ ভারসাম্য দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে। এৰেত্রে বিভিন্ন উপাদান এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে কোনো একটি অংশ অন্য অংশের চেয়ে অধিক ভারী বা ৰমতাসম্পন্ন না হয়। পোশাকে তিন

ধরনের ভারসাম্য দেখা যায়। যথা : প্রত্যৰ, অপ্রত্যৰ ও রশ্মিগত ভারসাম্য।

গ. সঠিক পোশাক নির্বাচন ও পরিধানে ব্যক্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। তাই প্রত্যেকেরই উচিত নিজের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা। বেলির জন্য সঠিক পোশাক নির্বাচনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে–

১. পরিচ্ছদ নির্বাচনের সময় তাকে খাটো, লম্বা, মোটা ও পাতলা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। খাটো ও মোটা মেয়েরা বড় বড় ছাপার শাড়ি পরলে তাদেরকে আরও মোটা লাগে এবং তাদের উচ্চতা আরও কম মনে হয়। এই দিকটি মাথায় রেখে তাকে বড় ছাপা পরিহার করে ছোট ছোট ছাপার পোশাক কিনতে হবে।

২. বেলির গ্রীবাদেশ খাটো বলে তাকে এদিকে দৃষ্টি রেখে বরাউজ বা জামার গলা নির্বাচন করতে হবে। যাদের গ্রীবা খাটো তাদের জন্য 'ভি' বা 'ইউ' আকৃতির গলার নকশা মানানসই। এদের জন্য ছোটগলা বা উঁচু কলার উপযুক্ত নয়। তাই বেলিকে অবশ্যই কলারযুক্ত বরাউজ পরিহার করতে হবে।

৩. বেলির পোশাক নির্বাচনে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর সাথে সাথে তার মুখাকৃতি, তার দেহের অন্যান্য ত্রৰটি ও সৌন্দর্য, দেহের গঠন ভঙ্গিকে গুরৰত্ব দিতে হবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখলে বেলির পোশাক নির্বাচন সঠিক হবে।

ঘ. দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পোশাকের ভূমিকা অপরিসীম। তাই প্রত্যেকেরই উচিত নিচের দেহের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা। সঠিক পোশাক নির্বাচনের জন্য লম্বা, খাটো, মোটা, পাতলা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। অনেক সময় মোটা ও খাটো মেয়েরা বড় ছাপার শাড়ি পরে। এতে তাদের উচ্চতা আরো কমে যায়। আবার যাদের গ্রীবাদেশ ছোট তারা যদি কলারযুক্ত বরাউজ পরে তবে তাদের আরও দৃষ্টিকটু লাগে। উদ্দীপকে বেলি খাটো ও মোটা তার গ্রীবাদেশ খাটো। কিন্তু সে বড় ছাপার শাড়ি ও কলারযুক্ত বরাউজ পরতে পছন্দ করে। যা তার জন্য মানানসই না। তার এরূ প ভুল পোশাক নির্বাচন ও পরিধানের কারণে তার দেহের ত্রৰটিগুলো আরও বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। তাই তার সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশের জন্য তাকে দেহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সঠিক পোশাক নির্বাচন করতে হবে। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বেলির পোশাক যথোপযুক্ত নয়।

প্রশ্ন–৫ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রিয়া ও জিমি ভালো বন্ধু। রিয়া সব সময় উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরিধান করে। অন্যদিকে জিমি সব সময় হালকা রঙের পোশাক পরিধান করে। রিয়া তার রৰচিসম্মত পোশাকের জন্য বন্ধু–বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে খুব জনপ্রিয়। এ নিয়ে জিমির মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়। ব্যাপারটি লৰ করে রিয়া জিমিকে সঠিক পোশাক নির্বাচন ও পরিধান করে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার পরামর্শ দেয়। **[পাঠ : ১–৩]**

ক. যে কোনো শিল্পের bulding block কী? ১

খ. পোশাকের জমিন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. রিয়ার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জিমি কীভাবে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে বলে তুমি মনে কর? বিশেৱষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক. যে কোনো শিল্পের bulding block বা ভিত্তি হচ্ছে বিন্দু।

খ. পোশাকের জমিন নানা ধরনের হয়। পশমি বস্তু নরম, রেশমি কাপড় উজ্জ্বল, স্যাটিন বস্তু চকচকে, সুতি বস্ত্র দৃঢ় প্রকৃতির হয়। বস্ত্রের জমিনের ভিন্নতার জন্য প্রতিটি পোশাক ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হয়। যেমন : নরম, মধ্যম, দৃঢ়, নিষ্প্রভকারী, চকচকে ইত্যাদি। জমিনের সুষ্ঠু ব্যবহার করে ব্যক্তি নিজেকে কিছুটা লম্বা বা খাটো, রোগা বা মোটাভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

গ. পোশাকের জন্য মানানসই রং নির্বাচন করে ব্যক্তিকে আরও মাধুর্যময় করে তোলা যায়। আবার যে রং মানায় না সে রঙের পোশাক পরলে মানুষকে মলিন দেখায়। উদ্দীপকে রিয়া সব সময় উজ্জ্বল রঙের পোশাক ব্যবহার করে। এ কারণে সকলের দৃষ্টি রিয়ার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। প্রত্যেক রঙের কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উজ্জ্বল রং আমাদের চোখে সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, মনে উষ্ণ ভাব আনে, দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে বড় করে তোলে। তাই এ ধরনের পোশাক পরিধান করে সহজেই অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায়। রিয়া যেহেতু উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরিধান করে সেহেতু সকলের দৃষ্টি সহজে তার ওপর পড়ে। এভাবেই রিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

ঘ. জিমি হালকা রঙের কাপড় পরিধান করে। হালকা রঙের পোশাক চোখে শীতল ভাব আনে মনকে স্নিগ্ধ করে তোলে এবং মনে শান্ত ভাব সৃষ্টি করে। কিন্তু এ রং বস্তুকে দূরে নিয়ে যায়। বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে ছোট করে দেয় এবং এ রঙের পোশাকে পরিহিত ব্যক্তি সকলের দৃষ্টিগোচর হয় না। ফলে অন্যের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় না। তাই জিমি যদি হালকা রং পরিত্যাগ করে গাঢ় রঙের পোশাক পরিধান করে তবে তা সকলের দৃষ্টিগোচর হবে। জিমিকে দেখতেও অপেৰাকৃত বড় বলে মনে হবে এবং সে সহজেই অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারবে। এভাবেই জিমি নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবে।

প্রশ্ন–৬ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শেফালি বেগমের পরিবারে মোট সদস্য পাঁচ জন। এদের সবার পোশাক শেফালি বেগম নিজে কিনেন। তার মেয়ে সুমি দেখতে মোটা ও খাটো। মার্কেটে গিয়ে সুমির জন্য তিনি সুমির উপযোগী রেখার পোশাক নির্বাচন করলেন। তিনি মনে করেন আকৃতি অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করে সহজেই ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলা যায়। **[পাঠ : ১–৩]**

ক. মৌলিক রং কী? ১

খ. সুন্দর ব্যক্তিত্ব গঠনে রঙের ভূমিকা কিরূ প? ২

গ. শেফালি বেগম সুমির জন্য কোন রেখার পোশাক নির্বাচন করলেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. পোশাক নির্বাচনের ব্যাপারে তুমি কি শেফালি বেগমের সাথে একমত? তোমার উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক. লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটি রংকে মৌলিক রং বলে।

খ. রং চেহারার মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একজন সাধারণ ব্যক্তিকে অসাধারণ

মনে হয়। বয়স, উপলৰ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচন করলে ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।

গ. শেফালি বেগম সুমির জন্য খাড়া বা লম্বা রেখার পোশাক নির্বাচন করেন। কারণ এই রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাতদৃষ্টিতে বাড়ায়। এই রেখার নকশাযুক্ত পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে দেহের খাটো ভাব কিছুটা দূর হয় এবং দেখতে লম্বা মনে হয়। উদ্দীপকের সুমি দেখতে মোটা ও খাটো। তাই শেফালি বেগম তার জন্য খাড়া রেখার নকশাযুক্ত পোশাক নির্বাচন করেন। খাড়া রেখার পোশাকে সুমির খাটোভাব কিছুটা হলেও দূর হবে এবং তাকে লম্বা মনে হবে।

ঘ. শেফালি বেগম মনে করেন আকৃতি অনুযায়ী পোশাক তৈরি করে ব্যক্তিত্বকে সহজেই ফুটিয়ে তোলা যায়। আমি তার সাথে একমত। কারণ দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতে পরিচ্ছদের ভূমিকা অনেক গুরবত্বপূর্ণ। যে পরিচ্ছদ ব্যক্তিত্ব ও দেহের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে পরিচ্ছদ যত মূল্যবান হোক না কেন তা বর্জনীয় হবে। ব্যক্তিত্বের সুন্দর বিকাশের জন্য প্রত্যেকের উচিত নিজেকে জানা। পোশাক নির্বাচন করার সময় খাটো, মোটা, লম্বা, পাতলা ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। দেহের সুন্দর অংশগুলো যেমন পোশাকের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা যায় তেমনি দেহের ত্রবটিগুলোও পোশাকের আকৃতির মাধ্যমে গোপন করা যায়। যারা মোটা তাদের ঢিলেঢালা পোশাক, ঘাড়ের কাছে যাদের মাংস উঁচু তাদের মাংসপিণ্ডের ঠিক মাঝামাঝি গলার ছাঁট দেওয়া উচিত। আবার মুখের আকৃতি অনুযায়ী গলার নকশা করা উচিত। তেমনি গ্রীবার আকৃতির দিকে লৰ রেখে কলার নির্বাচন করা দরকার। এভাবেই প্রত্যেকের দেহের ধরন ও বৈশিষ্ট্য তথা দেহের আকৃতির দিকে লৰ রেখে পোশাক নির্বাচন করা উচিত। তাহলেই সহজে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

প্রশ্ন–৭ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

মিলি আকারে খাটো এবং পাতলা আকৃতির। সে দুই রং বিশিষ্ট পোশাক পরিধান করে না। হালকা রঙের পোশাককেই প্রাধান্য দেয়। তবে প্রাধান্য সৃষ্টির জন্যে পোশাকে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করে। **[পাঠ : ১–৩]**

[সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেট]

ক. কোন শিল্পনীতিতে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে? ১

খ. পোশাকে বিন্দুর প্রভাব বলতে কী বোঝ? ২

গ. মিলির হালকা রঙের পোশাক পরিধানের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিলি প্রাধান্য সৃষ্টিতে কীরূ প রং ব্যবহার করেন এবং কেন আলোচনা কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক. ভারসাম্যে দুই দিকের ওজন ও শক্তি একই থাকে।

খ. যেকোনো শিল্পের ভিত্তি হচ্ছে বিন্দু। বিন্দু বড়, ছোট, মোটা বা চিকন হতে পারে। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, তাদের প্রত্যেকের মাঝেই আছে রেখা। আর এই রেখার সৃষ্টি হয় বিন্দু থেকে। ছোট একটি বিন্দু যখন গতি পায় তখন তা থেকেই রেখা, আকার, আকৃতি গঠিত হতে পারে। আবার অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায়, যাকে stippling বলে। পোশাকে বিন্দুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছন্দ আনায়ন করা যায়।

গ. মিলি হালকা রঙের পোশাক পরিধান করে। পোশাকের জন্য রং নির্বাচন একটি গুরবত্বপূর্ণ বিষয়। পোশাকের রং যদি ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত না হয় তবে তা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের জন্য ৰতিকারক হয়। দেহাকৃতি পোশাকের রং নির্বাচনের ৰেত্রে খুবই গুরবত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মিলি পাতলা ও খাটো দেহাকৃতির। তার হালকা রঙের পোশাক পরিধান করা উচিত। এতে করে নিজেকে কিছুটা মোটা ও লম্বাকৃতির মনে হবে। শারীরিক ত্রবটি কিছুটা দূর করা সম্ভব হয়। এ জন্যই মিলি হালকা রঙের পোশাক পরিধান করে।

ঘ. মিলি আকারে খাটো ও পাতলা আকৃতির। সে দুই রং বিশিষ্ট পোশাক পরিধান করে না তবে পোশাকের প্রাধান্য সৃষ্টিতে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করেন। কারণ উজ্জ্বল রং চোখকে পীড়িত করে। মনে গরম ভাব জাগ্রত করে, দূরের জিনিস কাছে টানে, বস্তুকে অপেৰাকৃত বড় করে তোলে, অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। কোনো শাড়ির রং যদি হালকা হয় তবে কোমরের কাছে গাঢ় রং ব্যবহার করলে তা পোশাকে যেমন প্রাধান্য সৃষ্টি করে তেমনি শরীরের কোমরের অংশের প্রাধান্য বাড়িয়ে দেয়। গাঢ় রঙের পোশাক দেহ বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তোলে। কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে প্রকাশ করতে চায় তবে গাঢ় রঙের পোশাক নির্বাচনের মাধ্যমে সে নিজেকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। এভাবে গাঢ় রঙের ব্যবহারের মাধ্যমেই মিলি পোশাকে প্রাধান্য সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন–৮ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

শারমিন খাটো ও মোটা গোলগাল চেহারার। তিনি ভালো করে দেখে হাতের স্পর্শের মাধ্যমে কাপড়ের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কাপড় কেনেন। তিনি এবার ঈদে বড় বড় ছাপার একটি শাড়ি এবং খাড়া রেখার 'ভি' আকৃতির গলার নকশা করা পোশাক কেনেন। **[পাঠ : ১–৩]**

[রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. তীর্যক রেখা কিসের পরিচয় বহন করে? ১

খ. পোশাকে তীর্যক রেখা প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শারমিন কাপড়ের মান সম্পর্কে কীভাবে নিশ্চিত হন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর ঈদে শারমিন সঠিক পোশাক নির্বাচন করেছেন? তোমার উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর

ক. তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে।

খ. তীর্যক রেখা সংযমের পরিচয় বহন করে। এই রেখার বৈচিত্র্যময় ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো কিছুর দৈর্ঘ্য হ্রাস ও বৃদ্ধি করা যায়। তীর্যক রেখাগুলো ঊর্ধ্বমুখী, সরব ও কাছাকাছি হলে পরিধানকারীকে লম্বা এবং অন্যদিকে নিম্নমুখী , চওড়া ও কাছাকাছি না হলে মোটা ও খাটো মনে হবে।

গ. শারমিন ভালো করে কাপড় দেখে ও স্পর্শ করে পরীৰা করে কাপড়ের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হন। বাজারে নানা ধরনের প্রাকৃতিক, কৃত্রিম ও মিশ্র তন্তুর বস্ত্র দেখা যায়। তন্তু চেনার জন্য যেসব পরীৰার আশ্রয় নিতে হয় তার মধ্যে চাবুস ও স্পর্শ করে পরীৰা অন্যতম। অনেক দিনের অভিজ্ঞতার কারণে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হাত দিয়ে স্পর্শ করে বিভিন্ন প্রকার তন্তুর তৈরি কাপড় শনাক্ত করতে পারেন। যেমন সুতির কাপড় হাত দিয়ে ঘষলে ঠাণ্ডা

ও নরম অনুভূতি জাগে। লিনেন কাপড়ের তুলনায় অনেক ঠান্ডা ও মসৃণ মনে হয়। তবে পশমি বস্ত্র গরম ও নমনীয় এবং রেশমি বস্ত্র গরম ও মসৃণ মনে হয়।তবে দুই বা ততোধিক তন্তু দিয়ে মিশ্রিত তন্তুর কাপড় এ পদ্ধতিতে শনাক্ত করা কঠিন। এছাড়াও শারমিন তন্তুর দৈর্ঘ্য, উজ্জ্বলতা দেখে চাবুস পরীৰার মাধ্যমে তন্তু শনাক্তকরণ করেন।

ঘ. দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলতেই পরিচ্ছদের প্রয়োজন। শারমিন মোটা, খাটো ও গোলাকার চেহারার অধিকারী। ঈদে সে বড় বড় ছাপার একটি শাড়ি, খাড়া রেখার 'ভি' আকৃতির গলার নকশা করা পোশাক কেনেন। তিনি যেহেতু মোটা ও খাটো সেহেতু তার নির্বাচিত শাড়ির নকশাটি তার জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ এতে করে তার উচ্চতা আরও কম এবং তাকে আরও মোটা লাগবে। এদের জন্য ছোট ছোট ছাপার কাপড় উপযোগী। কিন্তু তার নির্বাচিত পোশাকের রেখা ও গলার আতৃতি তার জন্য উপযুক্ত। কারণ খাড়া রেখা কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাতদৃষ্টিতে বাড়িয়ে দেয়। দেহের খাটো ভাব দূর করে ও দেখতে লম্বা মনে হয়। এছাড়া সে 'ভি' আকৃতির গলার নকশাযুক্ত পোশাক নির্বাচন করন। যাদের মুখমণ্ডল গোলাকার তাদের 'ভি' আকৃতির গলার নকশা ব্যবহার করা ভালো। যেহেতু শারমিন 'ভি' আকৃতির গলার নকশা ব্যবহার করা ভালো। যেহেতু শারমিন 'ভি' আকৃতির নকশা করা গলার পোশাক নির্বাচন করেছেন তাই আমি মনে করি তার দেহাকৃতির সাথে তার নির্বাচিত পোশাক মানানসই কিন্তু শাড়ির ৰেত্রে নির্বাচিত নকশাটি মানানসই নয়।

প্রশ্ন–৯ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

রবমকি তার খালাতো বোন লায়লার জন্মদিনে একটা সুন্দর পোশাক পরে আসল। কিন্তু কেউ তার পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট হলো না। লায়লা বলল– রবমকি তোমার পোশাকটিতে কোনো ছন্দ নেই। সে রবমকিকে পোশাকে ছন্দ আনার জন্য বোতাম, সূচিকর্ম, লেস, পুঁতি, ডার্ট, টাকস, সিকুয়েন্স ইত্যাদি ব্যবহারের পরামর্শ দিল। লায়লা মনে করে উপযুক্ত অনুপাত নীতি অনুসরণ করলে পোশাকের মাধ্যমে সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সম্ভব। **[পাঠ : ৪–৫]**

ক. কোন ভারসাম্য সবচেয়ে বেশি স্থির ও মর্যাদাসম্পন্ন? ১
খ. পোশাকের শিল্পনীতি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. পোশাকে ছন্দ আনার জন্য লায়লা রবমকিকে কোন কোন পদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দিল? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. পোশাকের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লায়লার মন্তব্যটি বিশেৱষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক. প্রত্যৰ ভারসাম্য সবচেয়ে বেশি স্থির ও মর্যাদাসম্পন্ন।

খ. পোশাকে ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান আবশ্যক। কাজেই শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালাগুলো আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাদেরকে শিল্পনীতি বলে। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন সৃষ্টিতে শিল্পনীতির বিকল্প নেই।

গ. পোশাকে ছন্দ আনার জন্য লায়লা রবমকিকে পুনরাবৃত্তি ও বিকিরণ পদ্ধতি ব্যবহার করার পরামর্শ দিল। পুনরাবৃত্তি পদ্ধতিতে রেখা, রং বা আনুষঙ্গিক উপকরণ বারবার ব্যবহার করে, বোতাম, সূচিকর্ম, লেস ইত্যাদির সমান্তরাল লাইন সৃষ্টি করে পোশাকে ছন্দ আনা যায়। দেখা গেছে তিন বা ততোধিক বার রেখা বা আকার ব্যবহার করলে তা একটি নকশায় পরিণত হয়। আবার একটি কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন দিকে রেখা ব্যবহার করে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। এ ছাড়া পোশাকের গলার রেখা, স্কার্ট ও হাতায় ডার্ট, টাকস, পুঁতি, সিকুয়েন্স, সূচিকর্ম ইত্যাদির মাধ্যমে পোশাকে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়। উদ্দীপকে রবমকি ছন্দহীন পোশাক পরে তার খালাতো বোন লায়লার জন্মদিনে আসায় কেউ তার পোশাকের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। তাই লায়লা তাকে পোশাক তৈরির ৰেত্রে পুনরাবৃত্তি ও বিকিরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে পোশাকে ছন্দ আনার পরামর্শ দেয়।

ঘ. পোশাকের মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য লায়লার মতামত হলো উপযুক্ত অনুপাতনীতি অনুসরণ করা। আমি তার মতামতটির সাথে একমত। কারণ, পোশাকের অনুপাত যদি দেহের সাথে মানানসই না হয় ও অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারে তবে পোশাকটি যতই মূল্যবান হোক না কেন মূলত তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে নিজেকে বড় দেখাতে হলে পোশাকের নিচের অংশের দৈর্ঘ্য বেশি রাখতে হবে। ছোট হাতার দৈর্ঘ্য বুক লাইন বরাবর হলে বুকের প্রস্থ বাহ্যিক দৃষ্টিতে বাড়ে। টপসের দৈর্ঘ্য যদি হিপ পর্যন্ত হয় তা হলে হিপের চওড়া বেশি মনে হবে। হাতার কাফের গভীরতা সম্পূর্ণ হাতার দৈর্ঘ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে, বিশেষ করে যদি বিপরীত রং বা কাপড়ের ব্যবহার করা হয়। পোশাকের এক অংশের সাথে অন্য অংশের এবং প্রতিটি অংশের সাথে সম্পূর্ণ জিনিসটির সম্পর্ক আছে কি না ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লৰ রাখলে সে পোশাক সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্যক্তিকে সহজেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সাহায্য করে। তাই পোশাকের মাধ্যমে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলার ব্যাপারে লায়লার ধারণাটাই সঠিক।

প্রশ্ন–১০ ▸ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

সাবরিনা সুলতানা একজন ফ্যাশন ডিজাইনার। পোশাক তৈরির সময় তিনি একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন। পোশাকে বৈচিত্র্য আনার জন্য তিনি এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দেন। তিনি বলেন, পোশাকে শিল্পনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান সকলেরই কম বেশি থাকা আবশ্যক। **[পাঠ : ৪–৫]** [ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর]

ক. ভারসাম্য কী? ১
খ. পোশাকে প্রাধান্য সৃষ্টির বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. পোশাক তৈরিতে সাবরিনা সুলতানা কোন শিল্পনীতিকে প্রাধান্য দেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. সাবরিনা সুলতানার বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত? তোমার উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর

ক. কেন্দ্র স্থির রেখে যখন দুই দিকের সম দূরত্বে সমওজনের বস্তুসামগ্রী রাখা হয় তখন তাকে ভারসাম্য বলে।

খ. পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু। শরীরের কাঠামোর সাথে প্রাধান্যের বিন্দু সম্পর্কযুক্ত। কেননা দেখা গেছে, দেহের যে অংশ বেশি আকর্ষণীয় সে অংশেই সাধারণত প্রাধান্য আনা হয়। প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য গাঢ় বা বিপরীত রঙের বেল্ট, লেস, বোতাম ইত্যাদি বাছাই করা যেতে পারে।

গ. পোশাক তৈরিতে সাবরিনা সুলতানা মিলকে প্রাধান্য দেন। তিনি একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন যাকে শিল্পনীতিতে মিল বলা হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও উপলবের সাথে মিল রেখে পোশাক নির্বাচন করলে তা আকর্ষণীয় হয়। তিনি পোশাকে মিল রাখতে একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার করেন। তিনি সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রঙের সাথে মিল রাখেন। এছাড়া বিভিন্ন উপলবের সাথে সঙ্গতি রেখে তিনি ডিজাইন নির্বাচন করেন। তার পোশাকের জমিনের সাথে আনুষঙ্গিক উপকরণের মিল থাকে। যুক্তিসঙ্গতভাবে বৈচিত্র্যতা বজায় রাখার জন্যই সাবরিনা সুলতানা পোশাক তৈরির সময় মিলকে প্রাধান্য দেন।

ঘ. পোশাকের শিল্পনীতি সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ফ্যাশন ডিজাইনার সাবরিনা সুলতানা বলেন– পোশাকে শিল্পনীতি সম্পর্কিত জ্ঞান সকলেরই কম বেশি থাকা আবশ্যক। তার এই বক্তব্যের সাথে আমি একমত। কারণ পোশাকের শিল্পনীতির যথাযথ ব্যবহার করলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যেমন সুন্দর হবে তেমনি আত্মবিশ্বাসও বৃদ্ধি পাবে। শিল্পনীতি মূলত পাঁচ প্রকার। যথা : ভারসাম্য, অনুপাত, ছন্দ, মিল, প্রাধান্য। পোশাকের নকশা নির্বাচন, পোশাক তৈরি, আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্বাচন, ওয়ারড্রোব পরিকল্পনার কোনোটিই শিল্পনীতি ছাড়া কল্পনা করা সম্ভব নয়। সুন্দর ও আকর্ষণীয় ডিজাইন তৈরিতে শিল্পের নীতিমালা বিশেষভাবে সহায়তা করে। পোশাকে ভারসাম্য বজায় থাকলে রেখা ও নকশার মধ্যে ছন্দ তৈরি করে ও পোশাকের এক অংশের সাথে অন্য অংশের মিল রেখে একটি পোশাককে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। তবে এবেত্রে অবশ্যই পোশাকের অনুপাত নীতি ও প্রাধান্য নীতি মেনে চলা জরবরি। এভাবে শিল্পনীতি একটি পোশাককে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। তাই পোশাকে ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন–১১ ▸ রাকা আকারে খাটো এবং পাতলা গড়নের। পোশাকের শিল্প উপাদান সম্পর্কে তার ধারণা বেশ স্বচ্ছ। সে কখনো দুই রং বিশিষ্ট পোশাক পরিধান করে না। সে সব সময় হালকা রঙের পোশাক পরিধান করে। তবে প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য পোশাকে উজ্জ্বল রং ব্যবহার করে। **[পাঠ : ১–৩]**

ক. পরিচ্ছদের সার্থকতা কী? ১
খ. পোশাকে জমিন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রাকার হালকা রঙের পোশাক পরিধান করার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাকা পোশাকে প্রাধান্য সৃষ্টি করতে যে রং ব্যবহার করে তার যথার্থতা বিশেরষণ কর। ৪

প্রশ্ন–১২ ▸ সুহানা কাপড়ের রং সতর্কতার সাথে নির্বাচন করেন। তিনি উষ্ণ রঙের কাপড় ব্যবহার করেন। তার দুটি মেয়ের একজনের গায়ের রং ফরসা, অন্যজনের তুলনামূলক কম উজ্জ্বল। তাই তিনি তাদের দুজনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন রঙের কাপড় নির্বাচন করেন। **[পাঠ : ১ – ৩]**
যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ক. বিশুদ্ধ রং কোনগুলো? ১
খ. গৌণ রং বলতে কী বোঝ? ২
গ. সুহানা কীভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সুহানা তার মেয়েদের জন্য ভিন্ন রং নির্বাচনের কারণ আলোচনা কর। ৪

প্রশ্ন–১৩ ▸ মিম তার জন্মদিনের পোশাক কিনতে গিয়ে মহা ঝামেলায় পড়ল। একজন কিশোরী হিসেবে তার উচ্চতা কিছুটা কম। সে এমন পোশাক চাচ্ছিল যাতে করে তাকে লম্বা দেখায়। বন্ধুরা তাকে নানারকম পরামর্শ দিলেও সেগুলো তার মনঃপূত হচ্ছিল না। অবশেষে তার একটি সমান্তরাল রেখার জামা খুব পছন্দ হলো এবং সে সেটি কিনল। **[পাঠ : ১ – ৫]**

ক. কিসের সমন্বয়ে একটি পোশাকের আকৃতি গড়ে ওঠে? ১
খ. বিভিন্ন রঙের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ। ২
গ. মিমের কেমন রেখার জামা নির্বাচন করা উচিত? ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. মিমের পোশাক কেনাটা কতটা যথাযথ হয়েছে? বিশেরষণ কর। ৪

প্রশ্ন–১৪ ▸ তাহমিনা হক পোশাকে গাঢ় বা বিপরীত রঙের বেল্ট, বোতাম, লেস ইত্যাদি দিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করেন। এ কারণে সবাই তার পোশাকের প্রশংসা করে। তিনি বলেন, পোশাকে সঠিক শিল্পনীতির প্রয়োগ ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস বহুলাংশে বাড়িয়ে দেয়। **[পাঠ : ৪ – ৫]**

ক. অপ্রত্যব ভারসাম্যের বেত্রে কী প্রয়োজন? ১
খ. নিরবচ্ছিন্নতার মাধ্যমে পোশাকে কীভাবে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়? ২
গ. তাহমিনা হকের পোশাকে প্রাধান্য সৃষ্টির উপায় ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তাহমিনা হকের উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন ও উত্তর

◘ জ্ঞানমূলক ----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য কিরূ প পোশাক পরিধান করা উচিত?

উত্তর : ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য রবচিসম্মত পোশাক পরিধান করা উচিত।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ পোশাক তৈরি কিরূ প শিল্প?

উত্তর : পোশাক তৈরি কারবশিল্পের অন্তর্গত একটি শিল্প।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বিশুদ্ধ রং কয়টি?

উত্তর : বিশুদ্ধ রং তিনটি।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ উষ্ণ বর্ণ কী?

উত্তর : মৌলিক রং লাল ও হলুদ এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সব রং উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ স্নিগ্ধ বর্ণ কী?

উত্তর : মৌলিক রং নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো শীতল বা স্নিগ্ধ রং নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ পরিধানকারীর কিসের ওপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি?

উত্তর : পরিধানকারীর দেহ ত্বকের ওপর পোশাকের রঙের প্রভাব অনেক বেশি।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ পোশাকের রং নির্বাচনের সময় দেহের কোন অংশকে প্রাধান্য দিতে হবে?

উত্তর : পোশাকের রং নির্বাচনের সময় দেহের সুন্দর অংশকে প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে কোনটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান?

উত্তর : পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ খাড়া রেখা কী প্রকাশ করে?

উত্তর : খাড়া বা লম্বা রেখা গম্ভীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ বক্র রেখা পোশাকে কী আনে?

উত্তর : বক্র রেখা পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ Stippling কী?

উত্তর : অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করে যাকে Stippling বলে।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ কিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলংকারিক বস্তু নির্বাচন করতে হয়?

উত্তর : চেহারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আলংকারিক বস্তু নির্বাচন করতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ কী ভেদে বস্ত্রের জমিন নির্বাচন করতে হয়?

উত্তর : ঋতু, দেহের আকৃতি ও বয়স ভেদে বস্ত্রের জমিন নির্বাচন করতে হয়।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ অনুপাত কী?

উত্তর : একটি অংশের সাথে অন্য অংশের এবং প্রতিটি অংশের সাথে সম্পূর্ণ জিনিসটির সম্পর্কই অনুপাত।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু কী?

উত্তর : পোশাকের যে অংশে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাই হচ্ছে প্রাধান্য কেন্দ্রবিন্দু।

◘ অনুধাবনমূলক ----------//

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ পোশাকের শিল্প উপাদান বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : পোশাক তৈরি কারবশিল্পের অন্তর্গত একটা শিল্প। অন্যান্য শিল্পের ন্যায় এই শিল্প সৃষ্টির ৰেত্রেও কিছু উপাদান ব্যবহৃত হয়। এই উপাদানগুলো ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো দেহকে সৌন্দর্যমণ্ডিত বা অলংকৃত করা। পোশাক শিল্পে যেসব শিল্প উপাদান ব্যবহৃত হয় তাদের মধ্যে উলেৱখযোগ্য হচ্ছে রং, বিন্দু, রেখা, আকার ও জমিন। সুন্দর ও আকর্ষণীয় পোশাক তৈরির ৰেত্রে এই শিল্প উপাদানের যথাযথ প্রয়োগ এক গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ বিভিন্ন রঙের বৈশিষ্ট্যসমূহ উলেৱখ কর।

উত্তর : প্রত্যেক প্রকার রঙেরই নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মৌলিক রংগুলোর মধ্যে লাল ও হলুদ এবং তাদের মিশ্রণে উৎপন্ন সমস্ত রং উষ্ণ বা উজ্জ্বল বর্ণ নামে পরিচিত। অন্যদিকে নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো শীতল বা স্নিগ্ধ বর্ণ নামে পরিচিত। সাধারণত উষ্ণ বা উজ্জ্বল রংগুলো আমাদের চোখ পীড়িত করে তোলে, মনে উষ্ণ ভাব জাগ্রত করে দূরের জিনিস কাছে টানে, অন্যের মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করে। অন্যদিকে শীতল বা স্নিগ্ধ রং মনে শান্তভাব আনে, বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেয়, বস্তুকে অপেৰাকৃত ছোট করে দেখায় এবং অন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কেন?

উত্তর : রং চেহারার মধ্যে আশ্চর্য রকম পরিবর্তন আনতে পারে। পোশাকের রং সঠিকভাবে নির্বাচন করলে একটি সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ মনে হবে। বয়স, ব্যক্তিত্ব, উপলৰ ইত্যাদি অনুসারে পোশাকে উপযুক্ত রং নির্বাচনে ব্যক্তিত্ব আত্মবিশ্বাস ও দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে ত্রবটিপূর্ণ পোশাকের রং নির্বাচন ব্যক্তিত্ব সৌন্দর্য বা ব্যক্তিত্বকে ম্লান করে দেয়। তাই পোশাকের রং নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত কেন?

উত্তর : রং পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তি বিশেষকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে মোটা বা পাতলা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। অর্থাৎ কোনো রঙে পাতলাকে বাহ্যিকভাবে মোটা দেখায়। আবার কোনো রঙে বাহ্যিকভাবে মোটাকে পাতলা দেখায়। আর তাই দেহাকৃতি বিবেচনা করে পোশাকের রং নির্বাচন করা উচিত।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ পোশাকে রেখার ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা কর।

উত্তর : পোশাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে রেখা একটি শক্তিশালী শিল্প উপাদান। কতগুলো রেখার সমন্বয়ে একটি পোশাকের আকৃতি গড়ে ওঠে। পোশাকের নকশায় রেখার বৈচিত্র্যময় বিন্যাসের ফলে পরিধানকারীকে কখনো রোগা মনে হয়। পোশাকের নকশায় রেখার সুষ্ঠু বিন্যাসের মাধ্যমে দেহের ছোটখাটো ত্রবটি গোপন করা যায়। রেখার মাধ্যমে ব্যক্তিত্বকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ খাড়া রেখার নকশার পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী কেন?

উত্তর : খাড়া রেখা গম্ভীর উদ্দেশ্যমূলক প্রচেষ্টা, সাহস, সততা ইত্যাদি প্রকাশ করে। এ রেখা সাধারণত কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য আপাত দৃষ্টিতে বাড়ায়। আর তাই খাড়া রেখার নকশার পোশাক মোটা ও খাটো ব্যক্তির জন্য বিশেষ উপযোগী। এতে দেহের খাটোভাব কিছুটা দূর হয় এবং দেখতে লম্বা মনে হয়।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ পোশাকে বক্র রেখার প্রভাব বর্ণনা কর।

উত্তর : বক্র রেখা দিয়ে কোমলতা, নমনীয়তা, তৎপরতা ইত্যাদি বোঝানো হয়। বক্র রেখার গতি ঊর্ধ্বমুখী হলে আনন্দ–উলৱাস বোঝায়। পৰান্তরে গতি নিম্নমুখী হলে তা বিষাদের ভাব প্রকাশ করে। ঢেউ খেলানো বক্র রেখা আপাতদৃষ্টিতে দৈর্ঘ্য কমায়, তবে সৌন্দর্য ও কোমনীয়তা বাড়ায়। এরূ প রেখা পোশাকে বৈচিত্র্য ও ছন্দ আনে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ পোশাকে বিন্দুর প্রভাব বর্ণনা কর।

উত্তর : যে কোনো শিল্পের ভিত্তি হচ্ছে বিন্দু। বিন্দু বড়, ছোট, মোটা বা চিকন হতে পারে। ছোট একটি বিন্দু যখন গতি পায় তখন সেখান থেকেই রেখা, আকার, আকৃতি গঠিত হতে পারে। আবার অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুর সমন্বয়ে নতুন এক অনুভূতির মাধ্যমে জমিন সৃষ্টি করা যায়। পোশাকে বিন্দুর পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ছন্দ আনা যায়।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ পোশাকের শিল্পনীতি বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : পোশাকে ডিজাইন সৃষ্টির জন্য বিভিন্ন শিল্প উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যবহার করতে শিল্পের মৌলিক নীতিমালার জ্ঞান আবশ্যক।

কাজেই শিল্প উপাদানগুলো সুসংগঠিত উপায়ে ব্যবহার করার জন্য যে নীতিমালা আমাদের দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে তাকে শিল্পনীতি বলে। পোশাকের নকশা নির্বাচন, পোশাক তৈরি, আনুষঙ্গিক উপকরণ নির্বাচন ইত্যাদি শিল্পনীতি ছাড়া কল্পনা করা যায় না।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ অপ্রত্যৰ ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : অপ্রত্যৰ ভারসাম্যের ৰেত্রে উভয়দিকে সমওজনের বস্তু থাকলেও কেন্দ্র থেকে সমদূরত্বে বা একই উচ্চতায় অবস্থান করে না। এ ধরনের বিন্যাস চিত্তাকর্ষক তবে এৰেত্রে অধিক দৰতা ও চিন্তা প্রয়োজন। এ রূ প বিন্যাসে অধিক আকর্ষণীয় বস্তুটি কেন্দ্র থেকে কাছে রেখে কম আকর্ষণীয় বস্তুগুলো দূরে রাখা যেতে পারে। কোনো কোনো ৰেত্রে দূরত্ব কমানোর জন্য উজ্জ্বল রং বা আকর্ষণীয় ট্রিমিংস ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ নিরবচ্ছিন্নতার মাধ্যমে পোশাকে কীভাবে ছন্দ সৃষ্টি করা যায়?

উত্তর : পোশাকে সরল, ঢেউ খেলানো, জিগজ্যাগ ইত্যাদি চলমান রেখা ব্যবহার করে ছন্দ আনা যায়। এ ৰেত্রে ধারাবাহিকতা ভাঙার জন্য আড়াআড়ি বা কোণাকুণি রেখা ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : কুঁচি দেওয়া লম্বালম্বি রেখার পোশাকে আড়াআড়ি রেখার পকেটের ব্যবহার।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ পোশাকে মিল বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : একটি পোশাকের বিভিন্ন অংশ ও বস্তুর সাথে সম্পর্কই মিল। রং, রেখা, আকার, জমিন ইত্যাদি উপাদানগুলোর যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে পোশাকে মিল বজায় রাখা যায়। মিল বজায় রাখার জন্য একই রকম আকৃতি বা রেখা ব্যবহার করা যায়। সালোয়ার, কামিজ ও ওড়নার রঙের সাথে মিল থাকতে হবে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও উপলৰের সাথে সঙ্গতি রেখে ডিজাইন নির্বাচন করতে হবে। পোশাকের জমিনের সাথে আনুষঙ্গিক উপকরণেরও মিল থাকতে হবে।